তারিখ 27 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষকদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা

রকিবুল হক সায়েম

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ পাবলিক বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষকরা সম্প্রতি আন্দোলন-সংগ্রাম করায় নতুন বছরের শুরুতে উচ্চশিক্ষায় শুরু হয়েছে অস্থিরতা। অন্যদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরাও তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করায় প্রায় অস্থির ছিল শিক্ষাঙ্গন। তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাসে আন্দোলন আপাতত স্থগিত করেছেন।

শিক্ষকরা সবসময় সম্মানীয় ব্যক্তি। আমরাও চাই তাঁদের যুক্তিসম্মত অধিকার হরণ করা হলে তা ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেভাবে ক্লাস না করে এনজিও, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাতে আপন পেশার ওপর চাপ পড়ে। সেশন জটের সম্ভাবনা দীর্ঘ হয়। শিক্ষার্থীদের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ বড় করে দেখার প্রমাণ পাওয়া যায়।

খবরের কাগজের খবর অনুযায়ী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত বছরে ২২৩ দিন ক্লাস হয়নি। এবার ৩৬৫ দিনের মধ্যে কয় দিন হয় কে জানে?

শিক্ষকরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে সচেতন হবেন। ব্যাপারগুলো সম্পর্কে মোটেই শৈথিল্য দেখাবেন না। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। তাঁরা হবেন সমাজের আদর্শ। এমনটাই আমাদের আশা। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে পেশা বহির্ভূত আচরণ কেউ প্রত্যাশা করেন না। আমাদের শিক্ষক সমাজ আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখবেন— এমনটাই প্রত্যাশা।

চট্টগ্রাম কলেজ